গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
আরকাইভস ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তর
সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়

শুদ্ধাচার/উত্তম চর্চার বিষয়ে অংশীজনদের অংশগ্রহণে ১ম ত্রৈমাসিক (২০২০-২১) মতবিনিময় সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি	ফরিদ আহমদ ভূঁইয়া মহাপরিচালক
সভার তারিখ	২৪/০৯/২০২০ খ্রিষ্টাব্দ
সভার সময়	সকাল ১০.০০ ঘটিকা
স্থান	মহাপরিচালক মহোদয়ের অফিস কক্ষ।
উপস্থিতি	পরিশিষ্ট 'ক' সংযুক্ত করা হলো।

আলোচনা :

দাপ্তরিক কর্মকান্ডে স্বচ্ছতা বৃদ্ধি ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণের উদ্দেশ্যে শুদ্ধাচার/উত্তম চর্চার বিষয়ে অংশীজনদের সঙ্গে মতবিনিময় সভা গত ২৪-০৯-২০২০ তারিখে সকাল ১১.০০ ঘটিকায় জাতীয় গ্রন্থাগার ভবনের অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব) জনাব ফরিদ আহমদ ভূঁইয়া। সভায় আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অধিদপ্তরের পরিচালক (যুগ্মসচিব) জনাব মোঃ সুজায়েত উল্যা।

সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। সভাপতি বলেন যে করোনাভাইরাস জনিত মহামারীর কারণে অফিসের কর্মকর্তা ও কর্মচারী, সেবাগ্রহীতা এবং গবেষক/পাঠক সবাইকে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলতে হবে। সকলকে অফিসে প্রবেশের পূর্বে সাবান পানি দিয়ে হাত ধুঁইয়ে এবং থার্মাল স্ক্যানার দিয়ে শরীরের তাপমাত্রা মেপে অতঃপর অফিসের ভেতরে প্রবেশ করতে হবে।

সভাপতি বলেন যে আরকাইভস ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তর একটি গবেষণা ও শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠান। দেশী বিদেশী গবেষক ও পাঠক এ অধিদপ্তরে গবেষণা করতে আসেন। অধিদপ্তর সকল কর্মকান্ডে জবাবদিহী এবং স্বচ্ছতায় বিশ্বাসী।

শুদ্ধাচার/উত্তম চর্চার বিষয় অংশীজনের সঙ্গে মতবিনিময় সভা বড় পরিসরে আয়োজন করা প্রয়োজন। তাতে আমাদের কর্মকান্ড সম্পর্কে পাঠক/গবেষক জানতে পারবেন। কিন্তু কোভিড-১৯ ভাইরাসজনিত মহামারীর কারণে সীমিত পরিসরে আয়োজন করতে হয়েছে। ভবিষ্যতে যখন করোনা পরিস্থিতি স্বাভাবিক হবে তখন ব্যাপক পরিসরে এ সভা আয়োজন করা হবে।

অধিদপ্তরের পরিচালক (যুগ্মসচিব) জনাব মোঃ সুজায়েত উল্যা আলোচনায় অংশ নিয়ে বলেন যে, মাত্র ৫০/ (পঞ্চাশ) টাকা বা ১০০/- (একশত) টাকার বিনিময়ে পাঠক/গবেষক জাতীয় আরকাইভস অথবা জাতীয় গ্রন্থাগারের গবেষক কার্ড/পাঠক কার্ড গ্রহণ করে সেবা নিতে পারেন। তিনি বলেন যে, গবেষক বা পাঠকদের জন্য কোন ক্যান্টিন নাই। ক্যান্টিন পরিচালনার জন্য যে সকল সুযোগ-সুবিধার প্রয়োজন তা সংস্থান করা যাচ্ছে না। তিনি বলেন, স্বাস্থ্যবিধি মেনে সীমিত সংখ্যক গবেষক বা পাঠক অধিদপ্তরের জাতীয় আরকাইভস এবং জাতীয় গ্রন্থাগার থেকে সেবা নিতে পারছেন। তিনি গবেষক ও পাঠকদের কঠোরভাবে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার আহবান জানান। তিনি সাবান পানি দিয়ে হাত ধুঁয়ে এবং থার্মাল স্ক্যানার দিয়ে শরীরের তাপমাত্রা মেপে অফিসের ভিতরে প্রবেশের অনুরোধ জানান। তিনি গবেষক ও পাঠকদের গবেষণা কক্ষে/পাঠকক্ষে অবস্থানকালীন সময়ে মাস্ক পরিধান করার অনুরোধ জানান।

অতঃপর সভায় অংশীজনের মধ্য থেকে নিম্নলিখিত গবেষক ও পাঠক আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। ১) জনাব আজিজুল রাসেল, শিক্ষক, ইউনিভার্সিটি অব লিবারেল আর্টস, ঢাকা; ২) জনাব তরুন দাস, পাঠক; ৩) জনাব শাহরিয়ার, পাঠক; ৪) জনাব পপি খাতুন, পাঠক; ৫) জনাব তৌহিদুল হাসান, গবেষক; ৬) জনাব আব্দুল মান্নান, পাঠক।

জনাব আজিজুল রাসেল বলেন যে বাংলাদেশ জাতীয় আরকাইভসে অসাধারণ সেবা পাচ্ছেন। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের আরকাইভসে গবেষণা সেবা পেতে প্রচুর সময় নষ্ট হয়। কিন্তু বাংলাদেশ জাতীয় আরকাইভসে খুব সহজেই গবেষণা সেবা পাওয়া যায়। চাহিদাপত্র দেওয়ার পর অতি দ্রুত সেবা পাওয়া যায়। তিনি বলেন যে, গবেষণা সেবা প্রদানকারী কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ সেবা প্রদানে খুবই আন্তরিক। তিনি গবেষণা কক্ষে বা গবেষণা কক্ষের আশে পাশে অবস্থানকারী সকলকে মৃদুস্বরে কথা বলার অনুরোধ জানান। তাছাড়া গবেষণা কক্ষে নীরবতার বিষয়ে তিনি সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

জনাব তরুন দাস আলোচনায় অংশ নিয়ে বলেন যে, যার যার কর্ম সঠিকভাবে পালন করাই শুদ্ধাচার। তিনি বলেন, পাঠক গবেষক কর্মকর্তা, কর্মচারী সবাইকে শুদ্ধাচার চর্চা করতে হবে। তিনি বলেন যে, করোনাপূর্ব সময়ে জাতীয় গ্রন্থাগার অতিরিক্ত তিন ঘন্টা খোলা রাখা হত। অতিরিক্ত তিন ঘন্টা সময় এখন খোলা রাখা হয় না। তিনি অতিরিক্ত তিন ঘন্টা খোলা রাখার অনুরোধ করেন।

জনাব শাহরিয়ার আলোচনায় অংশ নিয়ে বলেন যে, পাঠকক্ষে এসি দেওয়া হয়েছে যা পাঠকের লেখাপড়ার পরিবেশের জন্য খুবই প্রয়োজন ছিল। তিনি আরও বলেন, পাঠকক্ষে একটি ফ্যানের প্রয়োজন ছিল। তিনি ফ্যান চাওয়া মাত্রই পেয়েছেন। এজন্য তিনি

কর্তৃপক্ষের নিকট কৃতজ্ঞতা জানান। তিনি পাঠকক্ষে গাইড বই সরবরাহের অনুরোধ জানান।
জনাব পপি খাতুন আলোচনায় অংশ নিয়ে বলেন যে, উত্তম চর্চার মধ্য দিয়েই স্বাধীনতার প্রত্যয় বাস্তবায়িত হবে। তিনি আরও বলেন, ছোট ছোট শুদ্ধাচার চর্চার মাধ্যমে সুন্দর বাংলাদেশ গড়ে উঠবে। তিনি আরও বলেন যে, যার যার অবস্থান থেকে কাজ করাটাই প্রকৃত দেশপ্রেম।
জনাব তৌহিদুল হাসান আলোচনায় অংশ নিয়ে বলেন যে, প্রত্যেক গবেষককে নথি সরবরাহ করার পর অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে নথি ব্যবহার করতে অনুরোধ করা হয়। গবেষকগণ তা মেনে চলেন। সবাইকে তা মেনে চলা উচিত। তিনি গবেষকদের গবেষণা সেবা প্রদানের পূর্বে নথি ব্যবহার সম্পর্কে কমপক্ষে দশ মিনিটের প্রশিক্ষণ দেওয়ার অনুরোধ জানান। তিনি পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা করতে অনুরোধ করেন।

সিদ্ধান্ত :

১) গবেষক ও পাঠক সবাইকে স্বাস্থ্যবিধি মেনে সাবান পানি দিয়ে হাত ধুঁয়ে এবং থার্মাল স্ক্যানার দিয়ে শরীরের তাপমাত্রা মেপে অফিসে প্রবেশ করতে হবে।
২) গবেষক ও পাঠক সবাইকে গবেষণা কক্ষে/পাঠকক্ষে অবশ্যই মাস্ক ব্যবহার করতে হবে।
৩) গবেষণা কক্ষে/পাঠকক্ষে ও তার আশেপাশে যারা অবস্থান করবেন তারা মৃদু স্বরে কথা বলবেন যাতে গবেষক বা পাঠকদের কোন অসুবিধা না হয়।
৪) করোনা মহামারীর কারণে জাতীয় গ্রন্থাগার অতিরিক্ত তিন ঘন্টা খোলা রাখা সম্ভব নয়। তবে করোনা পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে অতিরিক্ত তিন ঘন্টা খোলা রাখা হবে।
৫) পাঠকক্ষে গাইড বই সরবরাহ করা সম্ভব নয়।

সভায় আর কোনও আলোচনার বিষয় না থাকায় সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

ফরিদ আহমদ ভূঁইয়া
মহাপরিচালক

স্মারক নম্বর: ৪৩.২৫.০০০০.০০৭.৩২.০০২.১৮.৪৩

তারিখ: ১৪ আশ্বিন ১৪২৭
২৯ সেপ্টেম্বর ২০২০

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) :

১) পরিচালক (আরকাইভস), পরিচালক (আরকাইভস) এর দপ্তর, আরকাইভস ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তর
২) সভাপতি, এপিএ কমিটি এবং প্রোগ্রামার, আইটি শাখা, আরকাইভস ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তর (প্রয়োজনীয় কার্যার্থে)।
৩) উপপরিচালক (আরকাইভস) (চলতি দায়িত্ব), উপপরিচালক (আরকাইভস) এর দপ্তর, আরকাইভস ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তর
৪) চিফ বিবলিওগ্রাফার/উপপরিচালক (চলতি দায়িত্ব), চিফ বিবলিওগ্রাফার/উপপরিচালক এর দপ্তর, আরকাইভস ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তর
৫) সকল কর্মকর্তা, আরকাইভস ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তর, ঢাকা।
৬) মহাপরিচালক মহোদয়ের একান্ত সহকারী, মহাপরিচালকের দপ্তর, আরকাইভস ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তর (মহাপরিচালক মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)
৭) সংশ্লিষ্ট নথি।

মোঃ আলী আকবর
সহকারী পরিচালক